বলেছিলেম, তবু বলি নাই...

কাইউম পারভেজ, সিডনি থেকে

গত ১৩ মে অস্ট্রেলিয়া সরকারের ট্রেজারার ওয়ায়েন সোয়ান ২০০৮-২০০৯-এর বাজেট ঘোষণা করলেন। অস্ট্রেলিয়া সরকারে যদিও একজন অর্থমন্ত্রী আছেন কিন্তু বাজেট প্রণয়ন এবং ঘোষণার দায়িত্ব ট্রেজারারের এবং তাঁর ক্ষমতাও অনেক বেশি। অধিকাংশ সময়ে দেখা গেছে, ট্রেজারাররাই এ দেশের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। সদ্যবিদায়ী প্রধানমন্ত্রী জন হাওয়ার্ডও পূর্বেকার লিবারেল সরকারের ট্রেজারার ছিলেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কেভিন রাড (দুঃখের সাথে লক্ষ্য করেছি আমাদের দেশের অনেক পত্রপত্রিকা লেখেন কেভিন রুড– ব্যাপারটা বেশ রুডই বলা যায়) তাঁর সরকারের এটাই প্রথম বাজেট। এবং এ বাজেটে ১৬.৮ বিলিয়ন ডলার সারপ্লাস দেখানো হয়েছে চলতি অর্থবছরে এবং আগামী অর্থবছরে এর পরিমাণ আশা করা হচ্ছে ২১.৭ বিলিয়ন। খুব নিকট অতীতে এমন বাজেট সারপ্লাস অস্ট্রেলিয়ানরা দেখেননি। তাই এঁরা যেমন আশাবাদী, তেমনি উদ্বিগ্ন। শেষ রক্ষা হবে তো? কারণ এ দেশের রাজনীতিবিদদের মিথ্যা বলে বা ছেলে ভোলানো গল্প শুনিয়ে পার পাবার জো নেই। এখানকার মানুষের ভোট নির্ভর করে রাজনীতিবিদদের কথায় এবং কাজের মধ্যে মিল-অমিলের ওপর। সারা বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতির যে পাগলাঘোড়া ছুটছে, তাতে এমন সারপ্লাসের বাজেট চিন্তার বিষয় বৈকি! তবে প্রধানমন্ত্রী কেভিন রাডের ওপর মানুষের আস্থা আছে। আছে বলেই এমন বিপুল ভোটে তিনি এবং তাঁর দল লেবাররা এবার সরকার গঠন করল। কেভিন রাডকে অনেকে বলেন একের মধ্যে তিন। অর্থাৎ তিনি একজন ক্যারিয়ার ডিপ্লোমেট, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ঝানু রাজনীতিবিদ এবং তৃণমূলের নিম্নবিত্ত একটি পরিবার থেকে আসা মানুষ। দারিদ্র্যতার সাথে যুদ্ধ করতে করতে উপরে উঠেছেন। তাই সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা বোঝেন এবং সেগুলো তাঁর অতি পরিচিত। তাই চিন্তা-ভাবনা যাই-ই করেন তা সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখেই।

এমনটাই আশা করেছিলাম– স্বপ্ন দেখছিলাম শৈশব থেকেই। যখন বুঝতে শিখলাম, পাকিস্তানীদের যাঁতাকলে এ আশা-স্বপ্ন সফল হবার নয় তখন থেকেই রাস্তায় নেমেছি আর সবার সাথে। সেই রাস্তা থেকে মাঠে-ময়দানে-বনে-জঙ্গলে আগুনে-বারুদে কাটিয়ে একাত্তরে এসে দম ফেলে ভাবলাম– এবার তো সব আমাদের। ভীন দেশী কোন শাসক নেই। কোন চিন্তা নেই। সোনার বাংলা এবার গড়ব দেখব অনুভব করব। হলো না। কেন হলো না তা সবার জানা। সোনার বাংলার সোনার ছেলেরা (!) বাঙালীর জাতির পিতাকে হত্যা করে সে সম্ভাবনার পথটাও রুদ্ধ করে দিল। তারপর থেকেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সেনাশাসন। যার যার আখের গোছানোর পালা। আর আমরা আম জনতা - আমাদের তবুও আশা এবং স্বপ্ন দেখার পালা। শেষমেষ নব্বইতে এসে আবার একটু দম ফেলার ফুরসুৎ হোল। কিন্ত না আমজনতা যা ভেবেছিলো তা আর হয়নি। তেল জল মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলো। মুক্তিযোদ্ধা এবং রাজাকারও তেমনি মিলেমিশে তেল জল হয়ে গেল। বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা যখন ক্ষমতায় এলেন অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর দল একুশ বছর পর যখন ক্ষমতায় এলো, তখন আশা-স্বপ্ন আবার নতুন করে জাগ্রত হলো আমজনতার মাঝে। কিছু কিছু আশা-স্বপ্ন পূরণ হলেও আসলটাই হলো না। হলো না যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। তেমনিভাবে ট্রাইব্যুনালে বিচারের ব্যবস্থা হলো না বলে আজও বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের শাস্তি হলো না।

এর পরের অবস্থা তো আরও করুণ। অবর্ণনীয়। ফলাফল হলো ১/১১। সারাদেশের মানুষ এবং আমরা প্রবাসীরা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। মন্দের ভাল হিসেবে স্বাগতম জানালাম বর্তমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে। প্রথম দিকে তাঁদের কর্মকাণ্ডে চমকিত হয়ে বলেছিলাম, সাধু। সাধু। কিন্তু সন্দেহের দানা বাঁধতে শুরু করল যখন দেখলাম দু'জন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীসহ ডাকসাইটে নেতারা বিশেষ করে আওয়ামী লীগ বিএনপির প্রথম সারির সবাই বন্দী, অথচ যুদ্ধাপরাধী জামায়াতীরা বরাবরের মতো অধরা। এর পাশাপাশি চলছে মাইনাস টু খেলা। নতুন দল নতুন নেতৃত্ব তৈরি করার খেলা। সফল কোনটাতে হওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ দেশের মানুষের মন এবং চাওয়া বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার। মানুষের মন না বুঝে জোর করে চাপিয়ে দেয়া শাসনের পরিণতি তো সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই সবাই দেখছে। যদিও নতুন নেতৃত্ব তৈরি হোক সেটা সবাই চায়। কিন্তু হঠাৎ করে খোলনলচে পাল্টিয়ে দেয়া কি সম্ভব? এবং তা এই সীমিত সময়ে? বুঝতে হবে দেশের রাজনীতির সংস্কৃতি। বুঝতে হবে দেশের মানুষ কি চায়। এত কিছুর পরেও কি সম্ভব হচ্ছে দুই নেত্রীকে মানুষ এবং রাজনীতি থেকে সরিয়ে ফেলা? সেটা হচ্ছে না, কারণ তা আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির কুহকে আটকে গেছে। এই কুহক থেকে বেরিয়ে আসতে হলে দুই নেত্রীকে নিয়েই পরিবর্তন আনতে হবে। তাঁদেরকে নিয়েই করতে হবে সংস্কার। সংস্কারের চাপ এবং ভার তাঁদেরকেই দিতে হবে। ভেবেছিলাম তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান সেটা বুঝবেন। তিনি তো ঘরে বাইরে থেকে জ্ঞান আহরণ করা জ্ঞানী। ভেবেছিলাম কবি গুরুর অনুরক্ত এ মানুষটি বাংলাদেশের মানুষের মনের কথাটা বুঝবেন। কিন্তু না– হলো না। সে আশা পূরণ হলো না। তাঁর সাম্প্রতিক ভাষণে সে আশার কোন প্রতিফলন দেখিনি বরং মনে হলো তিনি একই বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছেন।

সেই ষাটের দশকে যখন যশোর জেলা স্কুলে পড়তাম, তখন কাঞ্জিলালের বাবা আমাদের পণ্ডিত স্যার বাংলা ব্যাকরণ পড়াতেন। তো তখন শিখিয়েছিলেন ভাবসম্প্রসারণ কাকে বলে। এবার প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ পত্রিকায় পড়ে মনে হলো সেই ভাবসম্প্রসারণের কথা। মনে হলো তাঁর ভাষণের ভাবটা এসেছে অন্য জায়গা থেকে– তিনি কেবল শব্দের মাধুর্য্য দিয়ে তাঁর সম্প্রসারণ করে দিয়েছেন। ভাষণে তাঁর নিজের কিছু আছে বলেও মনে হলো না। অথচ বিশ্বাস করতাম আস্থায়ও ছিল তিনি তাঁর নিজের ভাব নিজেই সম্প্রসারণ করে একটি সত্যিকার (জোড়াতালির নয়) গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ধারা শুরু করে দিয়ে যাবেন। এখন আর ভরসা পাই না। বরং ভয় পাই, এটা না জানি আবার নার্গিসের দেশ না হয়ে যায়– ত্রাণ পাঠাতে পারো কিন্তু ত্রাণ দিতে এসো না। ত্রাণ বিতরণ আমাদের কাজ। ভয় হয়, আমাদের দেশের গণতন্ত্রটা আবার নার্গিসের দেশের গণতন্ত্র না হয়ে যায়।

দৈনিক ভোরের কাগজের নিয়মিত লেখক এসআর চৌধুরী ১৫ মে সংখ্যায় "প্রাণের প্রত্যাশা যখন সংশয়-শঙ্কায় দোলে" শিরোনামে তাঁর লেখায় জনকণ্ঠে আমার এক লেখার প্রসঙ্গ টেনে লিখেছেন "স্মরণ করছি, এক-এগারোর ঘটনাচক্রে দ্বিতীয় পর্যায়ের তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে ড. ফখরুদ্দীন আহমদ সাধারণ মানুষের তথা জাতির মনে কী গভীর প্রত্যাশা জাগিয়েছিলেন, সেই কথা। সিডনি প্রবাসী ড. কাইউম পারভেজ 'হৃদয় মাঝে অভয় যেন বাজছে' (জনকণ্ঠ, ৯ ফেব্রুয়ারি '০৭) শিরোনামে লিখেছিলেন, 'বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর কতজন কতভাবে কতরূপে এলো'। 'এবারের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। সূর্যোদয় দেখে তাই মনে হচ্ছে। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে, সেই স্বপ্নের সোনার বাংলা বোধকরি দূরাশা নয়'। 'এবার উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছি বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পানে'। 'এখন পর্যন্ত এটাই প্রতীয়মান হয়েছে, যদি প্রধান উপদেষ্টা ঠিক থাকেন, তবে সবই ঠিক'। পারভেজ আরও লিখেছিলেন, "প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ যদি এমনভাবেই ঠিক থাকেন এবং চৌদ্দ কোটি মানুষের কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশের পটভূমিটা তৈরি করে দিতে পারেন তবে বাংলাদেশের ইতিহাসে তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।"

এসআর চৌধুরীর এ লেখাটা পড়ে কবি গুরুর "এসেছিলে তবু আসো নাই জানায়ে গেলে" এ গানখানি একটু ভিন্নভাবে গাইতে ইচ্ছে হলো– বলেছিলেম তবু বলি নাই জানায়ে গেলেম।

লেখক : প্রবাসী শিক্ষাবিদ